

সওম

Reference: https://www.intellectssociety.org/wp-content/uploads/2020/04/Sahih-Al-BukhariTawheed-PublicationPart_2_QA-1.pdf

১৮৯১. তালহা ইব্নু 'উবায়দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সলাত ফার্য করেছেন? তিনি বললেন : পাঁচ (ওয়াক্ত) সলাত; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফার্য করেছেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন : রমাযান মাসের সওম; তবে তুমি যদি কিছু নফল সিয়াম আদায় কর তা হল স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কী পরিমাণ যাকাত ফার্য করেছেন? রাবী বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফার্য করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন : সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল। (৯৪৬) (আ.প্র. ১৭৫৬, ই.ফা. ১৭৬৭)

১৮৯৩. 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে কুরায়শগণ 'আশূরার দিন' সওম পালন করত। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-ও পরে এ সওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমাযানের সিয়াম ফার্য হলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন : যার ইচ্ছা 'আশূরার সিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সওম পালন করবে না। (১৫৯২, মুসলিম ১৩/১৯, হাঃ ১১২৫, আহমাদ ২৬১২৭) (আ.প্র. ১৭৫৮, ই.ফা. ১৭৬৯)

১৮৯৪. আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন : সিয়াম ঢাল স্বরূপ। স্তরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহ্বার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ। (১৯০৪, ৫৯২৭, ৭৪৯২, ৭৫৩৮, মুসলিম ১৩/২৯, হাঃ ১১৫১, আহমাদ ৭৩০৮) (আ.প্র. ১৭৫৯, ই.ফা. ১৭৭০)

১৮৯৬. সাহল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন : জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (৩২৫৭, মুসলিম ১৩/৩, হাঃ ১১৫২) (আ.প্র. ১৭৬১, ই.ফা. ১৭৭২)

১৮৯৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন : রমায়ান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়। (১৮৯৮) (আ.প্র. ১৭৬৪, ই.ফা. ১৭৭৫)

১৯০১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি লাইলাতুল কুদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমায়ানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে। (৩৫) (আ.প্র. ১৭৬৬, ই.ফা. ১৭৭৭)

১৯০২. ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমায়ানে জিবরাঈল (عليه السلام) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমায়ান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নাবী (ﷺ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন। (৬) (আ.প্র. ১৭৬৭, ই.ফা. ১৭৭৮)

১৯০৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (৬০৫৭) (আ.প্র. ১৭৬৮, ই.ফা. ১৭৭৯)

১৯০৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। যাঁর কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে। (১৮৯৪, মুসলিম ১৩/৩০, হাঃ ১১৫১, আহমাদ ৭৭৯৩) (আ.প্র. ১৭৬৯, ই.ফা. ১৭৮০)

১৯০৫. 'আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে চলতে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম, তিনি বললেন : যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।

আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, الْبَيْتُ শব্দে অর্থ বিবাহ। (৫০৬৫, ৫০৬৬) (আ.প্র. ১৭৭০, ই.ফা. ১৭৮১)

১৯০৯. 'আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) অথবা বলেন, আবুল কাসিম (رضي الله عنه) বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা'বানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে। (মুসলিম ১৩/২, হাঃ ১০৮১) (আ.প্র. ১৭৭৪, ই.ফা. ১৭৮৫)

১৯১২. 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, দু'টি মাস কম হয় না। তা হল ঈদের দু'মাস- রমায়ানের মাস ও যুলহাজ্জের মাস। আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেছেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.) বলেন, রমায়ান ঘাটতি হলে যুলহাজ্জ পূর্ণ হবে। আর যুলহাজ্জ ঘাটটি হলে রমায়ান পূর্ণ হবে। আবুল হাসান (রহ.) বলেন, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই (রহ.) বলেন, ফাযীলতের দিক হতে এ দু' মাসে কোন ঘাটতি নেই, মাস উনত্রিশ দিনে হোক বা ত্রিশ দিনে হোক। (মুসলিম ১৩/৭, হাঃ ১০৮৯, আহমাদ ২০৫০১) (আ.প্র. ১৭৭৭, ই.ফা. ১৭৮৮)

১৯১৫. 'বারা' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাহাবীগণের অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাঁদের কেউ সওম পালন করতেন তাহলে ইফতারের সময় হলে ইফতার না করে নিদ্রা গেলে সে রাত্রে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। কায়স ইবনু সিরমা আনসারী (رضي الله عنه) সওম করেছিলেন। ইফতারের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি যাচ্ছি, দেখি আপনার জন্য কিছু খোঁজ করে আনি। তিনি দিনে কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাই ঘুমে তাঁর দু'চোখ বুজে গেল। এরপর তাঁর স্ত্রী এসে যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তাঁকে বললেন, হায়, তুমি বঞ্চিত হয়ে গেলে! পরদিন দুপুর হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এ ঘটনাটি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- "সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রী সম্বোগ হালাল করা হয়েছে"- (আল-বাকারাহ : ১৮৭)। এর হুকুম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহাবীগণ খুবই খুশি হলেন। এরপর নাযিল হল : "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যায়"- (আল-বাকারাহ : ১৮৭)। (৪৫০৮) (আ.প্র. ১৭৮০, ই.ফা. ১৭৯১)

১৯১৮. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (رضي الله عنه) রাতে আযান দিতেন। তাই আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : ইবনু উম্মু মাকতূম (رضي الله عنه) আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফাজর না হওয়া পর্যন্ত সে আযান দেয় না। (৬১৭) (আ.প্র. ১৭৮৩, ই.ফা. ১৭৯৪)

১৯২৩. আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে। (মুসলিম ১৩/৯, হাঃ ১০৯৫, আহমাদ ১১৯৫) (আ.প্র. ১৭৮৭, ই.ফা. ১৭৯৮)

১৯৩৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন : সওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (৬৬৬৯, মুসলিম ১৩/৩৩, হাঃ ১১৫৫, আহমাদ ৬৬৬৯) (আ.প্র. ১৭৯৫ ই.ফা. ১৮০৬)

১৯৩৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন : তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমি সায়িম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন : আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন : তুমি কি একাধারে দু'মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন : ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নাবী (ﷺ) থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নাবী (ﷺ)-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হল ঝুড়ি। নাবী (ﷺ) বললেন : প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি বললেন : এগুলো নিয়ে সদাকাহ করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে সদাকাহ করব? আল্লাহর শপথ, মাদীনার উভয় লাভা অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। আল্লাহর রসূল (ﷺ) হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন : এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও। (১৯৩৭, ২৬০০, ৫৩৬৮, ৬০৮৭, ৬১৬৪, ৬৭০৯, ৬৭১০, ৬৭১১, ৬৮২১, মুসলিম ১৩/১৪, হাঃ ১১১১, আহমাদ ৭২৯৪) (আ.প্র. ১৭৯৮, ই.ফা. ১৮০৯)